بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Recitation of Sana

নামায

আল্লাহ্‌র নিকট নামায সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবাদত । যাহারা নিয়মিত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে আল্লাহ্ পাক বেহেশতে তাহাদিগকে অতি বড় পুরস্কার দান করিবেন । যাহারা নামায পড়ে না তাহারা মহাপাপী, দোযখে তাহাদের কষ্টের কোন সীমা থাকিবে না । ক্বিয়ামতে সর্বাগ্রে নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে । নামাযীর হাত পা ও মুখ ক্বিয়ামতে সূর্যের মত উজ্জল হইবে ; বেনামাযীর ভাগ্যে তাহা জুটিবে না ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নামঃ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা । ফজরে ২ রাকাত, যোহরে ৪ রাকাত, আসরে ৪ রাকাত, মাগরিবে ৩ রাকাত ও এশায় ৪ রাকাত প্রতিদিন এই মোট ১৭ রাকাত নামায আমাদের উপর ফরয ।

নামাযের ফরযসমূহঃ (অবশ্য করনীয়)

নামাযের পূর্বেঃ ১. শরীর পাক হওয়া ২. পোশাক পাক হওয়া ৩. নামাযের স্থান পাক হওয়া ৪. সতর ঢাকা ৫. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া ৬. কেবলামুখী হওয়া ৭. নিয়ত করা ।

নামাযের মধ্যেঃ ১. তাকবীর তাহ্‌রীমা ২. ক্বেয়াম ৩. ক্বেরায়াত ৪. রুকু ৫. সিজদা ৬. কা'দায়ে আখেরাহ ৭. সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা ।

নামায পড়ার নিয়ম ঃ

১। নিয়তঃ মনে মনে এরাদা করা যে, অমুক ওয়াক্তের এত রাকাত নামায পড়ছি ।

২। কিয়ামঃ দু' পায়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখে দাঁড়াতে হবে । দৃষ্টি সিজদার স্থানের উপর রাখ এবং নিয়তের সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু' হাত কানের গোড়া পর্যন্ত উঠাও, যেন হাতুলি কেবলার দিকে থাকে এবং আংগুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে । তারপর দু'হাত নাভির নীচে এমন ভাবে বাঁধ যেন ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের পিঠের উপর থাকে । ডান হাতের বুড়ো আংগুল ও ছোট আংগুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধর । ডান হাতের বাকী আংগুলগুলো বাম হাতের উপর ছড়িয়ে রাখবে ।

৩। সানা, সূরা ফাতেহা ও কুরআন পাঠঃ প্রথমে সানা পড় । এরপর সুরা ফাতেহা পড়ে আমীন বল । তারপর কুরআনের যে কোন সূরা বা কম পক্ষে ৩ টি আয়াত পড় ।

৪। রুকুঃ ক্বেরাতের পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যাও । রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রেখে আংগুল দিয়ে হাঁটু ধরবে । এ সময় কোমর এবং মাথা একেবারে বরাবর থাকবে । এখানে ৩ অথবা বেজোড় সংখ্যক বার রুকুর তসবীহ্ পড়বে ।

৫। কাওমাঃ 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদা' বলে সোজা দাঁড়াবে । দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা লাকাল হামদ্' বলবে ।

৬। সিজদাঃ 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে । প্রথমে দু'হাঁটু যমীনে রাখ, তারপর দু'হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল । চেহারা দু'হাতের মাঝখানে থাকবে । বুড়ো আংগুল কানের বরাবর থাকবে । হাতের আংগুল মেলানো থাকবে এবং সব কেবলামুখী থাকবে । দু'কনুই যমীন থেকে উপরে থাকবে এবং হাঁটু ও রান থেকে আলাদা থাকবে এবং পেট রান থেকে আলাদা থাকবে । দু'পা আংগুলের উপর ভর করে মাটিতে লেগে থাকবে এবং আংগুল গুলো কেবলামুখী থাকবে । সিজদায় ৩ বা বেজোড় সংখ্যক বার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়বে ।

৭। জালসাঃ তাকবীর বলে প্রথমে কপাল, এরপর নাক ও শেষে হাত উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে । বসার সময় ডান পা খাড়া থাকবে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর দু'জানু হয়ে বসবে । তারপর দু'হাত দু'জানুর উপর এমনভাবে রাখবে যেন আংগুল গুলো হাঁটুর উপর থাকে । এরপর দ্বিতীয় সিজদা কর । দু'সিজদা করার পর তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াও । পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করবে ।

৮। কা'দাঃ দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে কা'দায় বস । এখানে জালসার নিয়মেই বসবে । এখানে তাশাহ্হুদ পড় । তারপর দরুদ পড়ে সালাম ফিরাও । এখানে দু'রাকাতের নামায শেষ হয়ে গেল ।

৯। চার রাকাতঃ নামায চার রাকাত হলে তাশাহ্হুদ পড়ার পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে । সূরা ফাতেহা পড়বে এবং সুন্নত বা নফল নামায হলে এর পর কোন সূরা বা কম পক্ষে ৩ টি আয়াত পড়ে এই নিয়মে ৪ রাকাত পর্যন্ত পড়বে । আর ফরয নামায হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের কোন অংশ পড়তে হবে না । শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে রুকুতে চলে যাবে । চতুর্থ রাকাতের উভয় সিজদার পর 'তাশাহ্হুদ' ও 'দরুদ' পড়বে ।

১০। সালামঃ নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' ।

মেয়েদের নামায পদ্ধতিঃ

মেয়েদের নামায পদ্ধতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত পদ্ধতির অনুরুপ । তবে মেয়েদের নামাযে ৬ টি জিনিস আদায় করার ব্যাপারে কিছু পার্থক্য রয়েছে ।

১। তাকবীর তাহ্রীমায় হাত উঠানোঃ শীত হোক গ্রীষ্ম হোক সর্বদা মেয়েদের চাদর অথবা দোপাট্টা প্রভৃতির ভেতর থেকে তাকবীর তাহ্রিমার জন্য হাত উঠাতে হবে । চাদর বা দোপাট্টার বাইরে হাত বের করা উচিত নয় এবং হাত শুধু কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে । কান পর্যন্ত উঠাবে না ।

২। হাত বাঁধাঃ মেয়েরা সব সময় বুকের উপর হাত বাঁধবে । ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের হাতুলির পিঠের উপর রাখবে । হাত দিয়ে অন্য হাত ধরতে হবে না ।

৩। রুকুঃ মেয়েদেরকে রুকুতে শুধু এতটুকু ঝুঁকে পড়তে হবে যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। হাঁটু আংগুল দিয়ে ধরার পরিবর্তে শুধু মেলানো আংগুল গুলো হাঁটুর উপর রাখবে। উপরন্তু দু'হাতের কনুই-দু'পার্শ্বের সাথে মিলিত থাকতে হবে।

৪। সিজদাঃ সিজদার মধ্যে মেয়েদের পেট উরুর সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিত রাখতে হবে। কনুই পর্যন্ত হাত মাটিতে রাখতে হবে এবং দু'পা খাড়া না রেখে বিছিয়ে রাখতে হবে।

৫। কা'দা এবং জালসাঃ কা'দা অথবা জালসায় দু'পা ডান দিকে করে বাম পার্শ্বের উপর এমন ভাবে বসবে যেন ডানদিকের রান বাম দিকের রানের সাথে এবং ডান পায়ের মাংসপিন্ড বাম পায়ের উপর আসে।

৬। ক্বেরাআতঃ মেয়েদের সর্বদা নিঃশব্দে কেরাআত করতে হবে। কোন নামাযেই উচ্চ শব্দে কেরাত করার অনুমতি তাদের নেই।

বেতের নামাযঃ

এশার নামাযের পর শেষে যে নামায পড়া হয় তাকে বেতের নামায বলা হয়। বেতের নামায ওয়াজেব। কাযা হয়ে গেলে ফরযের ন্যায় এরও কাযা আদায় করতে হয়। বেতেরের নামায ৩ রাক্আত। বেতেরের নামায পড়ার নিয়ম এই যে, ফরয নামাযের মতো দু'রাকাত নামায পড়বে। তারপর তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কোন ছোট সূরা অথবা কয়েক আয়াত পড়বে। তারপর তাকবীর বলে দু'হাত কান পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে যেমন তাকবীর তাহ্রীমায় উঠাও। তারপর হাত বেঁধে আস্তে আস্তে দোয়া কুনুত পড়বে। এরপর রুকুতে যাবে ও পূর্বের নিয়মে বাকি নামায শেষ করবে।

Predestination: (Al-Qadr)

We believe that Allah has created the Universe and He is its Absolute Master and Controller. Nothing can happen Without the knowledge and approval of Allah. We do not know our destiny but Allah knows the destiny of every creature. We know that Allah does not force us to do anything. It is up to us to obey or disobey His commands. We must try our best to obey Allah's commands so that we may be rewarded and not punished on the Day of Judgement.